রীট পিটিশন নং ৩১০৩/২০২৪

৩০.০১.২০২৫

সিনিয়র এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান সংগে

এ্যাডভোকেট ইমতিয়াজ মঈনুল ইসলাম

---দরখাস্তকারীগণের পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ মনজুর আলম, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল

--রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে

অত্র মোকদ্দমাটি বিগত ইংরেজী ০৩.১১.২০২৪, ০৬.১১.২০২৪, ০৫.১২.২০২৪ এবং ০৭.০১.২০২৫ তারিখ সমূহে দরখাস্তকারীগণের পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান দীর্ঘ সময় ধরে বিস্তারিতভাবে শুনানী করেন। অতঃপর বিগত ইংরেজী ১৬.০১.২০২৫ তারিখে বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান এর উপস্থিতিতে অত্র মোকদ্দমার রায় প্রদান করা হয়।

বিগত ইংরেজী ১৬.০১.২০২৫ তারিখে রায়টি দরখাস্তকারীর বিপক্ষে যাওয়ার ০৫ দিন পরে বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান বিগত ইংরেজী ২১.০১.২০২৫ তারিখে আদালতের নিকট মৌখিকভাবে নিবেদন করেন যে, অত্র আদালতের কনিষ্ঠ বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম অত্র মোকদ্দমার বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণের পূর্বে বিগত ইংরেজী ০৩.০৯.২০২৪ তারিখে ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল হিসেবে রাজস্ব বিভাগরে পক্ষে ডিএজি হিসেবে উপস্থিত ছিল বিধায় মোকদ্দমাটি বিচারপতি হিসেবে শুনানী গ্রহণ কাম্য নয়। উপরিল্লিখিত অবস্থাধীনে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অত্র মোকদ্দমার বিগত ইংরেজী ১৬.০১.২০২৫ তারিখের অস্বাক্ষরিত রায় প্রত্যাহারের প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে এ্যাডভোকেট মোঃ মনজুর আলম, বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটের এমনতর প্রার্থনার ঘোরতর বিরোধীতা করে বলেন যে, দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট দীর্ঘ প্রায় ০৩ মাস অত্র মোকদ্দমার শুনানী করলেও এবং রায় ঘোষণার দিনও এতদ্ববিষয়ে কোন প্রকার আপত্তি উপস্থাপন করেননি। রায় দরখাস্তকারীর বিপক্ষে যাওয়ার কারনে রায় প্রদানের ০৫ দিন পর এমনতর নজিরবিহীন বেআইনী ও এখতিয়ার বর্হিভূত প্রার্থনা না মঞ্জুর যোগ্য।

এখন প্রশ্ন হলো যদি রায়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে যেত তাহলে কি তিনি রায় প্রদানের ০৫ দিন পর এসে আদালতের নিকট রায় প্রত্যাহারের আবেদন করতেন? উত্তর অবশ্যই, না।

এখন আমরা দেখবো অত্র মোকদ্দমাটিতে অত্র আদালতের কনিষ্ঠ বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম সত্যিই কি ডিএজি হিসেবে উক্ত সময়ে সরকার পক্ষে হলফনামা দাখিল কিংবা যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেছিলেন কিনা।

নথি পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, রাজস্ব বিভাগের পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি

এ্যাটর্নী জেনারেল প্রতীকার চাকমা প্রথম হলফনামা দাখিল করেন এবং দ্বিতীয় হলফনামাটি বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল মোঃ মনজুর আলম দাখিল করেন। কনিষ্ঠ বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল হিসেবে রাজস্ব বিভাগের পক্ষে শুনানী বা কোন হলফনামা দাখিল করেন নাই প্রমাণিত।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অত্র মোকদ্দমার সম্পূর্ণ আদেশ সমূহ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো:

**১২.০৩.২০২৪ এর আদেশ নিম্নরুপ:**

*“Writ Petition No. 3103 of 2024*

***Dated: 12.03.2024***
*Present:*
*Justice Muhammad Khurshid Alam Sarkar*
*&*
*Justice Mohi Uddin Shamim*
*Mr. Imtiaz Moinul Islam, Advocate*
*.... for the petitioner*
*Mr. Pratikar Chakma, DAG with*
*Mr. Humayun Kabir,*
*Ms. Farzana Rahman Shampa,*
*Mr. Masud Rana Mohammad Hafiz and,*
*Mr. Ali Akbor Khan, AAGs*
*.... For the State*

*Heard the learned Advocate for the petitioner and perused the petition as well as annexures.*

*Let a Rule be issued calling upon the respondents to show cause as to why the inaction of the respondent Nos. 1 and 2 to issue Customs Ruling under section 219A and 219B of the Customs Act, 1969 to the effect that the petitioners The Peninsula Chittagong Limited, Ipco Hotel Limited, Ipco Developments (Bangladesh) Limited and Resort Developments and Services Limited are entitled to import essential and capital machineries and accessories of 5-star hotels with exemption as permitted by the S.R.O. No. 50/Ain/2014/2476/Customs dated 03.04.2014 (annexure-B) coupled with subsequent NBR permissions dated 28.10.2021, 11.11.2019 and 03.02.2022 respectively (annexures- C, F, I and M), should not be declared to be without lawful authority and is of no legal effect and as to why direction should not be given upon the respondents to assess duty and release essential and capital machineries and accessories of 5-star hotels imported by the petitioners Peninsula, Ipco Hotel, Ipco Developments and Resort Developments by giving appropriate exemption as permitted by the S.R.O. No. 50/Ain/2014/2476/Customs dated 03.04.2014 ( annexure-B) coupled with subsequent NBR permissions dated 28.10.2021, 11.11.2019 and 03.02.2022 respectively (annexures- C, F, I and M) and/or pass such other or further order of orders as to this Court may seem fit and proper.*

*Pending hearing of the Rule, the respondent Nos. 1& 2 are directed to dispose of the Petitioner’s application dated 19.02.2024 (Annexure-X) within 07 (seven) days from the date of receipt of this Order.*

*The Rule is made returnable within 10 (ten) days from date.*

*The petitioner is directed to put in requisites for services of notices upon the respondent Nos. 1 & 2 through Special Messenger and upon the respondent Nos. 3 & 4 through registered post with A/D.*

*Let the matter be appeared in the daily cause list on 21.03.2024 under the column “For hearing””*

**২৮.০৪.২০২৪ তারিখের আদেশ নিম্নরুপ:**

*“W.P. No. 3103 of 2024*

***The 28th April, 2024***
*Present:*
*Justice Muhammad Khurshid Alam Sarkar*
*&*
*Justice S. M. Maniruzzaman*
*Mr. Imtiaz Moinul Islam, Advocate*
*.... For the Petitioner*
*Mr. Pratikar Chakma, DAG with*
*Mr. Humayun Kabir,*
*Ms. Farzana Rahman Shampa,*
*Mr. Masud Rana Mohammad Hafiz and,*
*Mr. Ali Akbor Khan, AAGs*
*.... For the State*

*Let the application for issuing supplementary Rule do form part of the main petition.*

*Let a Supplementary Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why the impugned Customs Ruling dated 21.04.2024 (annexure-DD), issued by the respondent No. 2 Member, Customs Policy & ICT, refusing to grant Customs duty exemption and VAT exemption to the petitioners, Peninsula Chittagong Limited, Ipco Hotels Limited, Ipco Developments (Bangladesh) Limited and Resort Developments and Services Limited while importing essential and capital machineries and accessories of 5-star hotels with exemption as permitted by the S.R.O. No. 50/Ain/2014/2476/Customs dated 03.04.2014 (annexure-B) coupled with subsequent NBR permissions dated 28.10.2021, 11.11.2019 and 03.02.2022 respectively (annexures- C, F, I and M), in violation of Article 27 of the Constitution and the settled principals of vested right, promissory estoppel and legitimate expectation, should not be declared to have been issued without any lawful authority and is of no legal effect and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.*

*The Rule is made returnable within 10(ten) days from date.*

*The office is directed to serve notices upon the respondents at once by a Special Messenger at the costs of the petitioner.*

*The petitioner is directed to put in requisites for service of notices upon the respondents."*

এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত দ্বৈত বেঞ্চে ডিএজি পরিবর্তন হওয়ায় নতুন দুজন ডিএজি বিগত ইংরেজী ০৩.০৯.২০২৪ তারিখে ঐ বেঞ্চে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। যার মধ্যে উক্ত সময়ে বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলামও ছিলেন।

০৩.০৯.২০২৪ তারিখের আদেশ নিম্নরুপ:

**"** *IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH*
*HIGH COURT DIVISION*
*(SPECIAL ORIGINAL JURIDICTION)*

***Writ Petition N o.3103 of 2024***

*In the matter of:*

*An application under Article 102 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh*

*AND*

*In the matter of:*

*Peninsula Chittagong Limited and others*
*.......Petitioners*

*-Versus-*

*National Board of Revenue (NBR) and others*
*.......Respondents*

*Mr. Imtiaz Moinul Islam, Advocate*
*..... For the Petitioners*

*Mr. Kazi Waliul Islam and*
*Mrs. Nahid Hossain, DAGs with*
*Mr. Md. Esa,*
*Mr. Md. Shagor Hossain,*
*Mr. Md. Tanvir Prodhan and*
*Mr. Md. Golam Rahman, AAGs*
*....For the State*

*The 03rd September, 2024*

*Present:*
*Justice Muhammad Khurshid Alam Sarkar*
*&*
*Justice Md. Khairul Alam*

*Today, when the matter is taken up for hearing, the learned Advocate for the petitioner makes a humble prayer that since this Rule was heard on numerous occasions by this Bench presided over by his Lordship Justice Muhammad Khurshid Alam Sarkar, this matter should be finally disposed of by this Bench.*

*On the other hand, the learned Deputy Attorney General prays for adjournment, so that he can take instructions from the concerned officials of the revenue department.*

*Accordingly, the prayer for adjournment is allowed. Let the matter be appeared in the daily cause list on 31.10.2024 upon allocating a time-slot of 01(0ne) hour from*

*12.00 pm to 01.00 pm under heading “For Hearing””*

**২১.১০.২০২৪ তারিখের আদেশ নিম্নরুপ:**

*“২১.১০.২০২৪*

*এ্যাডভোকেট ইমতিয়াজ মইনুল ইসলাম*

*---- দরখাস্তকারী পক্ষে*

*মোকদ্দমাটি শুনানীর তালিকাভুক্ত করা হউক।*

*বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল*

*বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম”*

**০৬.১১.২০২৪ তারিখের আদেশ নিম্নরুপ:**

*“06.11.2024*

*Mr. Imtiaz Moinul Islam Adv.*

*--- For the Petitioner.*

*Heard in part and adjourned till 13.11.2024.*

*B.O, (Md. Ashraful Kamal, J*
*&*
*Kazi Waliul Islam, J)”*

**০৫.১২.২০২৪ তারিখের আদেশ নিম্নরুপ:**

*“05.12.2024*

*Adv. Mustafizur Rahman with*

*Mr. Imtiaz Moinul Islam Adv.*

*--- For the Petitioner.*

*Heard in part and adjourned to 10.12.2024.*

*B/O, (Md. Ashraful Kamal)*
*&*
*(Kazi Waliul Islam, J)”*

**০৭.০১.২০২৫ তারিখের আদেশ নিম্নরুপ:**

*07.01.2025*

*Mr. Imtiaz Moinul Islam, Adv.*

*- For the Petitioner.*

*Mr. Md. Monjur Alam, DAG*

*-For the State*

*Heard in part and adjourned till 09.01.2025.*

*B.O, (Md. Ashraful Kamal, J*
*&*
*Kazi Waliul Islam, J)”*

বিগত ইংরেজী ০৩.০৯.২০২৪ তারিখের উপরে বর্ণিত আদেশনামা পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, কনিষ্ঠ বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম ডিএজি হিসেবে উক্ত সময়ে মৌখিকভাবে আদালতকে বলেছিলেন যে, রাজস্ব বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় নথী পত্র সংগ্রহ করার নিমিত্তে এবং তাহাদের থেকে অত্র মোকদ্দমার বিষয়ে যথাযথভাবে অবহিত হওয়ার জন্য কেবলমাত্র সময়ের প্রার্থনা করেছিলেন। যার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালত বিগত ইংরেজী ৩১.১০.২০২৪ তারিখ শুনানীর জন্য দিন ধার্য করেন। কিন্তু বিগত ইংরেজী ৩১.১০.২০২৪ তারিখের পূর্বেই কনিষ্ঠ বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম বিচারপতি হিসেবে বিগত ইংরেজী ০৯.১০.২০২৪ তারিখে শপথ গ্রহণ করেন এবং অত্র বেঞ্চে বিচারিক কার্যক্রম শুরু করেন।

সার্বিক পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, স্বীকৃত মতেই কনিষ্ঠ বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম অত্র মোকদ্দমায় পূর্বের আদালতে সরকার পক্ষে তথা রাজস্ব বিভাগের পক্ষে ডিএজি হিসেবে কোন প্রকার যুক্তি তর্ক উপস্থাপন তথা শুনানী করেন নাই।

যেখানে কনিষ্ঠ বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম অত্র মোকদ্দমায় পূর্বের আদালতে রাজস্ব বিভাগের পক্ষে হলফনামা দাখিল করেন নাই এবং কোন শুনানী করেন নাই, সেখানে বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান সম্পূর্ণ ভুল তথ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদানের ০৫ দিন পর অত্র মোকদ্দমাটির রায় প্রত্যাহারের যে আবেদন করেন তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হলো।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল

বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম